মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

www.sylhetboard.gov.bd, e-mail: sbcontroller16@gmail.com

স্মারক নং: সিশিবো/পনি/মাধ্য/৫০০০/৩(ক)/১৬ তারিখ: ২৯/০১/২০১৯ খ্রিঃ

প্রাপক: কেন্দ্র সচিব
এস এস সি পরীক্ষা কেন্দ্র ২০১৯
..... কেন্দ্র।

বিষয়: **এস এস সি পরীক্ষা ২০১৯ সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও ইতিবাচক পরিবেশে সম্পন্নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় মনিটরিং ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী প্রতিপালন প্রসঙ্গে।**

১. পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে হবে। অনিবার্য কারণে কোন পরীক্ষার্থীকে এর পরে প্রবেশ করতে দিলে তাদের নাম, রোল নম্বর, প্রবেশের সময়, বিলম্ব হওয়ার কারণ ইত্যাদি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে ঐদিনই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে প্রতিবেদন দিতে হবে।

২. কেন্দ্র সচিব ব্যতীত পরীক্ষা কেন্দ্রে অন্য কেউ মোবাইল ফোন বা অননুমোদিত ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবেন না। কেন্দ্র সচিব ছবি তোলা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধাবিহীন একটি সাধারণ (ফিচার) ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। অননুমোদিত ফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারকারীগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩. ট্রেজারী-থানা হতে প্রশ্নপত্র গ্রহণ ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-শিক্ষক-কর্মচারীগণ কোন ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না এবং প্রশ্নপত্র বহন কাজে কালো কাঁচযুক্ত মাইক্রোবাস বা এরূপ কোন যানবাহন ব্যবহার করা যাবে না।

৪. প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-কর্মকর্তা (ট্যাগ অফিসার) নিয়োগ দিতে হবে। তিনি ট্রেজারী-থানা হেফাজত হতে কেন্দ্র সচিবসহ প্রশ্ন বের করে পুলিশ প্রহরায় সকল সেটের প্রশ্ন কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন।

৫. পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২৫ মিনিট পূর্বে প্রশ্নের সেট কোড ঘোষণা করা হবে। সে অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তাঁর, কেন্দ্র সচিব ও পুলিশ কর্মকর্তার স্বাক্ষরে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট বিধি অনুযায়ী খুলতে হবে।

৬. পরীক্ষা কেন্দ্রে ও প্রশ্নপত্র পরিবহনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্কতার সাথে দায়িত্বপালন করবেন।

৭. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত গুজব কিংবা এ কাজে তৎপর চক্রগুলোর কার্যক্রমের বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তাৎক্ষনিক অবহিত করতে হবে।

৮.প্রশ্নপত্র ফাঁস কিংবা পরীক্ষার্থীদের নিকট উত্তর সরবরাহে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও জেলা প্রশাসন কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯. পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের মোবাইল, মোবাইল ফোনের সুবিধাসহ ঘড়ি, কলম এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যবহারের অনুমতিবিহীন যে কোন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে; নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. প্রশ্নপত্র ট্রেজারি-থানা থেকে গ্রহণ, কেন্দ্রে প্রেরণ এবং পরীক্ষা কক্ষে বিতরণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি ম্যানুয়ালে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। প্রশ্নপত্র গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ ম্যানুয়েল অবশ্যই সাথে রাখবেন এবং ম্যানুয়েল অনুযায়ী প্রতিটি কাজ সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. কোন প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক কোনভাবে পাবলিক পরীক্ষায় বেআইনী কোন কাজ করলে সে প্রতিষ্ঠান/প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজনে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হবে। দোষী শিক্ষক ও কর্মচারীগণ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হলে তাঁকে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হলে তাঁর এম.পি.ও স্থগিত করে তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার জন্য ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডিকে জানাতে হবে। গভর্ণিং বডি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে কমিটি বাতিল করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

১২. ট্রেজারী-থানা থেকে প্রশ্ন কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য দূরত্ব অনুযায়ী বেশি সময় আগে প্রশ্ন না এনে প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করে প্রশ্নপত্র আনতে হবে।

১৩. যদি কোন মোবাইল নম্বরে একাধিকবার একই অংকের টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট এজেন্টকে নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।

১৪. পরীক্ষা চলাকালীন ও এর আগে পরে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজের সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যদের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে। এ সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশকারী অননুমোদিত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫. জেলার ক্ষেত্রে ট্রেজারী এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলাস্থ থানা মালখানায় প্রশ্নপত্রের ট্রাংক সংরক্ষণ করতে হবে।

১৬. ট্রেজারিতে রক্ষিত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরুর তিন দিন পূর্বে দিনভিত্তিক ও সেট ভিত্তিক সর্টিং করে সিকিউরিটি খামে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭. জেলা ট্রেজারীতে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে প্রশ্নপত্র সর্টিং করতে হবে। বিষয় ও দিনভিত্তিকি একই সেটের সকল প্রশ্ন একটি বড় খামে প্যাকেটজাত করে নিরাপত্তা টেপ লাগাতে হবে। শিক্ষা বোর্ড থেকে যথাসময়ে বড় খাম ও সিকিউরিটি টেপসহ আনুষঙ্গিক জিনিষ জেলা প্রশাসকগণের দপ্তরে সরবরাহ করা হবে।

১৮. আসন্ন এস.এস.সি ও সমমান পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুন্দর ও নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আগামী ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে।

১৯. পরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত কেন্দ্র পর্যায়ে তাৎক্ষনিক অবহিত করা হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

২৯/০১/২০১৯

(মো: কবির আহমদ)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।

২৯/১/১৯

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র শিক্ষা বোর্ড।
৩. সংরক্ষণ নথি।